বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়

এবং

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৮টি প্রকল্প)

প্রথম খন্ড

(নির্বাহী সার সংক্ষেপ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা।
১।	কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
২।	মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য	৩
৩।	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪-৬
৪।	অডিট আপত্তিসমুহ	৭
৫।	অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ	৮
৬।	সুপারিশ	৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ৮টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ ২৯/৪/১৪১৪ বঃ।
১৩/৮/০৭ খ্রিঃ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সালের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পসমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ৬ টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮ টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করতঃ ১৩ টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, আপত্তি আকারে এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে (ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ১টি প্রকল্পের ৪টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ১৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, (খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ২ টি প্রকল্পের ২ টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, (গ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ১ টি প্রকল্পের ২টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, (ঘ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১ টি প্রকল্পের ১টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, (ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ২ টি প্রকল্পের ২ টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ৩৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা (চ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১টি প্রকল্পের ২টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ১৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের অডিট টীম কর্তৃক গভর্ণমেন্ট অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। মূল আপত্তিসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে এবং পরিশিষ্ট তৃতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ০৯/০২/১৪১৪ বাং
২৩/০৫/০৭ খ্রিঃ

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

অডিট বিষয়ক তথ্য (Information About Audit

❑ নিরীক্ষিত প্রকল্পসমূহ (Audited Projects):

১। **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ**

- ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প। আইডিএ ঋণ নং-০৩৮ বিডি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

২। **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ**

- প্রোমোট ফিমেল টিচার্স ইন রুরাল সেকেন্ডারী স্কুল প্রকল্প। ইসির অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- মাদ্রাসা পুণঃ নির্মাণ/বর্ধিতকরণ প্রকল্প। আইডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

৩। **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ঃ**

- বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন প্রকল্প। আইডিএ-৩২২৯ বিডি এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত।

৪। **পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ঃ**

- ফরেষ্ট্রি সেক্টর প্রকল্প। এডিবি ১৪৮৬ ব্যান (এসএফ) অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

৫। **কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ**

- এগ্রিকালচার সার্ভিসেস ইনোভেশন এন্ড রিফর্ম প্রকল্প (ডিএই অংশ)। আইডিএ- ৩২৮৪ অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- নর্থ ওয়েষ্ট ক্রোপস ডাইভারসিফিকেশন প্রকল্প। এডিবি -১৭৮২ ব্যান (এসএফ) অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

৬। **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ**

- বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্প (২য় পর্যায়)। ইসি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

❑ অডিট বৎসর (Audited Year)ঃ

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বৎসরঃ

১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

- ২০০৩-২০০৪

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

- ২০০২-২০০৩

৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ঃ

- ২০০২-২০০৩

৪। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ঃ

- ২০০২-২০০৩

৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ

- ২০০৩-২০০৪

৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ

- ২০০২-২০০৩

❑ অডিট কাল (Period of Audit)ঃ

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ
- ১৬-১১-২০০৪ হতে ১৮-১২-২০০৪
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ
- ১৯/০৭/২০০৪ হতে ২১/০৭/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
- ০২/০৫/২০০৪ হতে ০১/০৬/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ঃ
- ১১/০৯/২০০৩ হতে ২৫/০৯/২০০৩ তারিখ পর্যন্ত।
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ঃ
- ১৬/০৯/২০০৩ হতে ০৯/১১/২০০৩ তারিখ পর্যন্ত।

কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ

- ০৯/০৯/২০০৪ হতে ২১/১১/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
- ২০-৯-২০০৪ হতে ২১-১১-২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ
- ০৬/০৬/২০০৪ হতে ২৫/৭/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।

❑ অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit):

মান অনুসরণ (Compliance) অডিট

❑ অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit):

- পিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারী সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আর্থিক/ভান্ডার, অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারি আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

❑ অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology):

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-
- আর্থিক বিবরণী।
- পিপি/টিএপিপি/ডিসিএ।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

অডিট আপত্তিসমূহঃ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
ক	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**	
১।	মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে পরিশোধ দেখিয়ে আত্মসাৎ।	১ কোটি ৮ লক্ষ
২।	সরবরাহকারীর নিকট হতে জরিমানা আদায় করা হয় নাই।	৭৬ লক্ষ ১৩ হাজার
৩।	পুনর্ভরনের টাকা বিশ্ব ব্যাংকের নিকট কম দাবী/দাবী না করায় সরকারের ক্ষতি।	১৪ কোটি ৬১ লক্ষ
৪।	কম মালামাল সরবরাহের জন্য জরিমানা আদায়যোগ্য।	৮৪ হাজার
	মোট=	১৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯৭ হাজার
খ	**শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ**	
১।	আয়কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায়, টেন্ডার সিডিউলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং ব্যাংকের সুদ জমা প্রদান না করায় সরকারের ক্ষতি।	৫ লক্ষ ৩৩ হাজার
২।	আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারীর নিকট হতে প্রকৃত কর্তন অপেক্ষা ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১ লক্ষ ২২ হাজার
	মোট=	**৬ লক্ষ ৫৫ হাজার**
গ	**বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঃ**	
১।	অনিয়মিতভাবে বিমানের টিকেট ভাড়া প্রদান।	৫ লক্ষ ৫৩ হাজার
২।	ভ্যাট ও আয়কর সরকারী হিসাবে জমা না দেওয়ায় রাজস্ব ক্ষতি ।	১ কোটি ২২ লক্ষ
	মোট=	**১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৩ হাজার**
ঘ	**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঃ**	
১।	প্রয়োজন ব্যতিরেকে চারা উৎপাদনের নামে প্রকল্পের তহবিল অপচয়।	২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার
	মোট=	২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার
ঙ	**কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ**	
১।	প্রকল্প বহির্ভূতকাজে ব্যবহৃত গাড়ীর মেরামত ও জ্বালানী বাবদ খরচ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২ লক্ষ ৭ হাজার
২।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন এর নিয়ম ভঙ্গ করে গঠিত টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক টেন্ডার মূল্যায়িত করা হয়।	৩৭ লক্ষ ১৬ হাজার
	মোট=	**৩৯ লক্ষ ২৩ হাজার**
চ	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ**	
১।	কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়ে ক্ষতি।	৩ লক্ষ ৬২ হাজার
২।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এনজিও কে অর্থ পরিশোধ।	১৩ কোটি ৭৯ লক্ষ
	মোটঃ	**১৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৬২ হাজার**
	সর্বমোটঃ	**৩২ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৬ হাজার**

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ (Causes of Irregularities and Losses):

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- পিপি/ডিসিএ বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারি আর্থিক বিধি বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

সুপারিশ (Recommendation):

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া।
- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম সমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সরকারী/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা।
- নিরীক্ষার নিকট নিরীক্ষাযোগ্য কাগজপত্র উপস্থাপন নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়

এবং

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৮টি প্রকল্প)

দ্বিতীয় খন্ড

(অডিট রিপোর্ট)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা।
কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
নিরীক্ষা আপত্তিসমুহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ	৩
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ	৫
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ	৭-১৮
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের স্বাক্ষর	১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ৮টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ ২৯/৪/১৪১৪ বঃ।
১৩/৮/০৭ খ্রিঃ।

নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
ক	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**	
১।	মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে পরিশোধ দেখিয়ে আত্মসাৎ।	১ কোটি ৮ লক্ষ
২।	সরবরাহকারীর নিকট হতে জরিমানা আদায় করা হয় নাই।	৭৬ লক্ষ ১৩ হাজার
৩।	পুনর্ভরনের টাকা বিশ্ব ব্যাংকের নিকট কম দাবী/দাবী না করায় সরকারের ক্ষতি।	১৪ কোটি ৬১ লক্ষ
৪।	কম মালামাল সরবরাহের জন্য জরিমানা আদায়যোগ্য।	৮৪ হাজার
	মোট=	১৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯৭ হাজার
খ	**শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ**	
১।	আয়কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায়, টেন্ডার সিডিউলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং ব্যাংকের সুদ জমা প্রদান না করায় সরকারের ক্ষতি।	৫ লক্ষ ৩৩ হাজার
২।	আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারীর নিকট হতে প্রকৃত কর্তন অপেক্ষা ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১ লক্ষ ২২ হাজার
	মোট=	৬ লক্ষ ৫৫ হাজার
গ	**বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঃ**	
১।	অনিয়মিতভাবে বিমানের টিকেট ভাড়া প্রদান।	৫ লক্ষ ৫৩ হাজার
২।	ভ্যাট ও আয়কর সরকারী হিসাবে জমা না দেওয়ায় রাজস্ব ক্ষতি ।	১ কোটি ২২ লক্ষ
	মোট=	১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৩ হাজার
ঘ	**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঃ**	
১।	প্রয়োজন ব্যতিরেকে চারা উৎপাদনের নামে প্রকল্পের তহবিল অপচয়।	২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার
	মোট=	২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার
ঙ	**কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ**	
১।	প্রকল্প বহির্ভূতকাজে ব্যবহৃত গাড়ীর মেরামত ও জ্বালানী বাবদ খরচ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২ লক্ষ ৭ হাজার
২।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন এর নিয়ম ভঙ্গ করে গঠিত টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক টেন্ডার মূল্যায়িত করা হয়।	৩৭ লক্ষ ১৬ হাজার
	মোট=	৩৯ লক্ষ ২৩ হাজার
চ	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ**	
১।	কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়ে ক্ষতি।	৩ লক্ষ ৬২ হাজার
২।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এনজিও কে অর্থ পরিশোধ।	১৩ কোটি ৭৯ লক্ষ
	মোটঃ	১৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৬২ হাজার
	সর্বমোটঃ	৩২ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৬ হাজার

নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-১ ঃ মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে পরিশোধ দেখিয়ে ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণঃ

- ঠিকাদার মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় কার্যাদেশ বাতিল করা সত্ত্বেও ঠিকাদার মেসার্স ইসলাম ট্রেডার্স এর নামে জিওবি তহবিল হতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- মেসার্স ইসলাম ট্রেডার্স এর নামে ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকার (আয়কর ভ্যাট বাদে) চেক ইস্যু করা হয়। সি এ ও, প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের চেক নং ল-১২৫৫৮২ তাং ২৫-৯-০৩ খ্রিঃ।

(তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আজিজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ইহা ছিল একটি আত্মসাৎ এবং এ ব্যাপারে মিরপুর থানায় ফৌজদারী মামলা নং ১০০ ধারা ৪২০,৪৬০ তাং ২১/১০/০৩ দায়ের করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- কার্যাদেশ বাতিলের পরও অর্থ পরিশোধ করে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- মামলার অগ্রগতি নিয়মিতভাবে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২ঃ সরবরাহকারীর নিকট হতে জরিমানা বাবদ ইউএস ডলার ১,৩১,২৫০ সমপরিমান ৭৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা আদায় করা হয় নাই।

বিবরণঃ

- কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের ১৬ সপ্তাহের মধ্যে মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও ঠিকাদার মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক কার্যাদেশ বাতিল করা হয়।
- চুক্তির শর্তের ২৩নং ধারা এবং বিশেষ শর্তাবলীর ১৩ নং ধারা অনুযায়ী কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ার দরুণ ঠিকাদারের চুক্তি মূল্য US$ ১৩,১২,৫০০ এর ১০% US$ ১৩১২৫০ সমপরিমাণ টাকা ৭৬,১২,৫০০/- ঠিকাদারের প্রদত্ত নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা করা হয়নি।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে মিসেস হোসেনে আরা প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ আদায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর অডিটকে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ঠিকাদারের প্রদত্ত নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করা আবশ্যক ছিল।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৩ঃ পূনর্ভরণের ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বিশ্বব্যাংকের নিকট কম দাবী/দাবী না করায় সরকারের ক্ষতি।

বিবরণঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৮৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা পূনর্ভরণ দাবী করা হয়নি।
- ডিপিই আবেদন পত্র নং ০৪৩ এবং ০৪৪ এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ও ১২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা পূনর্ভরণ দাবী করা হয় কিন্তু আবেদন পত্র বিলম্বে পেশ করায় বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখান করা হয়।
- কোনটাসা/আরপিত্র হিসাব নং এসটিডি ২৪৭২ হতে ১,০৪,০০,৭৯৭/৪১ টাকা ব্যতীত অবশিষ্ট সকল টাকা খরচ করা হলেও উক্ত খরচের টাকা কিভাবে সমন্বয় হবে বা হলো এ বিষয়ে কোন তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আজিজুর রহমান ও জনাব হোসনে আরা প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- বিষয়টি উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- পূনর্ভরণের টাকা বিশ্বব্যাংকের নিকট থেকে না পাওয়ায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪ঃ কম মালামাল সরবরাহের জন্য ৮৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায়যোগ্য।

বিবরণঃ

- মেসার্স গোল্ডেন চায়নাকে ১০,৫০,০০০ টি ষ্টেশনারীদ্রব্য (শার্পনার) সরবরাহের জন্য ৮,৪০,০০০/- টাকা মূল্যের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের ১৪ সপ্তাহের মধ্যে মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন করার কথা চুক্তিতে উল্লেখ আছে।
- সংশ্লিষ্ট ডেলিভারী চালান হতে দেখা যায় ১০,৫০,০০০ টি শার্পনার এর মধ্যে ৯,৮৯,২৫০ টি নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করা হয় এবং অবশিষ্ট ৬০,৭৫০ টি (১০,৫০,০০০-৯,৮৯,২৫০) শার্পনার আদৌ সরবরাহ করা হয়নি।
- চুক্তি আইনের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ মালামাল সরবরাহ করতে না পারায় জরিমানা বাবদ ৮৪,০০০/০০ টাকা (৮,৪০,০০০ এবং ১০%) ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক ছিল। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আজিজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- সরবরাহকারী কর্তৃক ৬০,৭৫০ টি শার্পনার কম সরবরাহ করা হলেও চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় এবং প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ শে ডিসেম্বর ২০০৩ শেষ হয়ে যাওয়ায় ঠিকাদারের উপর জরিমানা আরোপ করা সম্ভব নয়।

অডিটের মন্তব্যঃ

- চুক্তির ২৩ নং ধারা অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক সম্পূর্ণ মালামাল সরবরাহ করতে না পারায় জরিমানা আরোপ করা আবশ্যক ছিল।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-১ঃ আয়কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায়,টেন্ডার সিডিউলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- আয়কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায়, টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং প্রাপ্ত ব্যাংক সুদের উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন মিয়া, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার এবং আর্থিক মেমোরেন্ডাম মোতাবেক টেন্ডার সিডিউলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে রাখা হয়েছে যা প্রকল্পের উদ্দেশ্যে খরচ করা হবে। কম কর্তনকৃত আয়কর চূড়ান্ত বিল হতে সমন্বয় করে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জমার স্বপক্ষে কাগজপত্র/প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২ঃ আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারীর নিকট হতে ভ্যাট বাবদ প্রকৃত কর্তন অপেক্ষা কম কর্তন করায় সরকারের ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ৯টি নির্বাচিত মাদ্রাসার জন্য আসবাবপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজের বিপরীতে ঠিকাদার মেসার্স বলরাম বনিকের নিকট হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৬দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব আমিরুল কাদির সিদ্দিকী, নির্বাহী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- কাস্টম এবং ভ্যাট কমিশন, রাজশাহী কর্তৃক ইস্যুকৃত ২০/১০/১৯৯৭ তারিখের ৪-এ(১)১৭/মুস/প্রকিউরমেন্ট/৯৭ মোতাবেক ৩% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এনবিআর কর্তৃক ইস্যুকৃত আদেশ নং-১(৫৬)/মূসক-১/৯৪/৩৬৩(১) তারিখঃ ১৯/১১/৯৪ মোতাবেক আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারীর নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন আবশ্যক ছিল।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-১ ঃ অনিয়মিত ভাবে বিমানের টিকেট ভাড়া বাবদ ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা অতিরিক্ত প্রদান।

বিবরণঃ

- ক) ইউএনডিপির বিমান ভাড়া চার্ট অনুযায়ী ইকোনমি শ্রেণীর ভাড়া ইউএস ডলার ৩,০৫৬ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আইএসপিআই ট্রাভেল লিমিটেডকে ইকোনমি শ্রেণীতে ঢাকা -অটোয়া-কানাডা যাওয়া আসা বাবদ ইউএস ডলার ৪৮০৫ প্রদান করা হয়। ফলে ইউএস ডলার ১৭৪৯ (৪৮০৫-৩০৫৬) সমপরিমাণ ১ লক্ষ টাকা বিমান ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত প্রদান করা হয়।
- খ) ডঃ শোয়েব আহমেদ সচিব, আইআরডি ২২/০৯/২০০২ খ্রিঃ থেকে ২৭/০৯/২০০২ খ্রিঃ তারিখ সময়ে কাষ্টম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান আহরনের জন্য অটোয়া ,কানাডায় সরকারিভাবে ভ্রমণ করেন।
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী ২৮/০৯/০২ খ্রিঃ হতে ০৪/১০/২০০২ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৭ দিন আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্যে আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়।
- কিন্তু ট্রাভেল এজেন্ট আইএসপি লিঃ কে যাওয়া আসার ভ্রমনের ভাড়ার সাথে অটোয়া-চিকাগো, চিকাগো -ডালাস এবং ডালাস- লন্ডন ভ্রমনের ভাড়া বাবদ ইউএস ডলার ৭৮৩১ সমমানের ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়। যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ভ্রমণের ব্যয় ব্যক্তিগতভাবে প্রদানযোগ্য।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব বজলুর রশীদ খান, অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- CAM-1, NBR প্রকল্প সরাসরি জবাব প্রদান করবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-২ঃ ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা সরকারী হিসাবে জমা না দেওয়ায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ক) ডব্লিউটিও সাব প্রজেক্টের পরামর্শক জনাব চার্লস জুলুকে ৪৭,৪০,০৮৭.১২ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু আয়কর ১১৮৫০২১.৭৮ টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ২,১৩,৩০৪.০০ টাকা কর্তন করা হয়নি যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চুক্তির ১৪ নং ধারার লংঘন।
- খ) পরামর্শকদের নিকট হতে আয়কর এবং ভ্যাট বাবদ যথাক্রমে ইউ এস ডলার ৫,৪৯,৯৫১.৩৫ সমপরিমান ৩১.৫৬ লক্ষ টাকা এবং ইউএসডলার ৯৮৯১.২৫ ডলার সমপরিমান ৫.৬৮ লক্ষ টাকা আদায়ের সমর্থনে কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।
- গ) ১৯,৯৫,৭৮৩.০০ টাকার কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়কালে ভ্যাট বাবদ ২.২৫% হারে মোট ৪৪,৯০৯.৬২ টাকা সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হয়নি।
- ঘ) আয়কর ৬১,৮৪,০৭৩.৪২ টাকা এবং ভ্যাট ৮,৬৪,৮৮৯.৯৮ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদানের সমর্থনে কোন কাগজ পত্র অডিটের নিকট উপস্থাপন না করায় উল্লেখিত অর্থ জমার সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব বজলুর রশীদ খান, অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,প্রকল্প পরিচালক পদে এবং ডঃ এ, এন, এম এনামুল আহসান ট্যারিফ কমিশনের দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ভ্যাট ও আয়কর বাবদ টাকা সরকারি হিসাবে জমা না দেওয়ায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- ভ্যাট ও আয়কর আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-১ঃ প্রয়োজন ব্যাতিরেকে চারা উৎপাদনের নামে ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা অপচয়।

বিবরণঃ

- ০১/০৭/২০০২ খ্রিঃ তারিখে বিভিন্ন প্রজাতির ৩৩ লক্ষ ৩১ হাজারটি অবিক্রিত চারার মধ্যে ৩০/০৬/২০০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৬২ হাজারটি বিভিন্ন প্রজাতির চারা বিক্রি হয় এবং ২৬ লক্ষ ৬৯ হাজারটি চারা অবিক্রিত অবস্থায় থাকা সত্বেও বিভিন্ন বন বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজন ব্যাতিরেকে অতিরিক্ত ৮লক্ষ ৯২ হাজারটি চারা উৎপাদন করা হয়।
- যে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসরের অবিক্রিত চারা পরিপক্ক হয়ে বিক্রির অনুপযোগী হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যতিরেকে চারা উৎপাদন প্রকল্প তহবিলের অপচয় নির্দেশ করে।
- ফলে জনগণের মধ্যে বিক্রয়ের অজুহাতে প্রয়োজন ব্যাতিরেকে অতিরিক্ত চারা উৎপাদন দেখিয়ে প্রকল্প তহবিলের উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা অপচয় করা হয়।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট- ৯ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া, ডিএফও ময়মনসিংহ, জনাব মোঃ অজির উদ্দিন, ডিএফও পাবনা এবং জনাব মোঃ আবু নাসের খান, ডিএফও, রাজশাহী পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- বরাদ্দের প্রেক্ষিতে উক্ত ব্যয় সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রয়োজন ব্যাতিরেকে শুধু বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের সুযোগ নাই।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-১ ঃ প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ব্যবহৃত গাড়ীর মেরামত ও জ্বালানী বাবদ মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়র কর্তৃক প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ব্যবহৃত গাড়ীর মেরামত ও জ্বালানী বাবদ মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হয় যাহা প্রকল্প ছকের লংঘন।
- প্রকল্পের গাড়ী প্রকল্পের কাজের বাহিরে ব্যবহার করায় উল্লিখিত অর্থের অপচয় হয়েছে। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১০ দ্রষ্টব্য)।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- প্রকল্পের কাজ তদারকীর জন্য সচিব মহোদয়কে গাড়ী দেওয়া হয়।

অডিটের মন্তব্যঃ

- প্রকল্পের কাজে গাড়ী ব্যবহৃত হওয়ার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- গাড়ী ব্যবহারকারীর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং- ২ ঃ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন এর নিয়ম ভঙ্গ করে গঠিত টেন্ডার মূল্যায়ণ কমিটি কর্তৃক ৩৭ লক্ষ১৬ হাজার টাকার টেন্ডার মূল্যায়িত করা হয়।

বিবরণঃ

- প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশনের নিয়ম ভঙ্গ করে গঠিত টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকার টেন্ডার মূল্যায়িত করা হয়।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন এর ৩১(২) ধারা অনুযায়ী ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হবে। যার মধ্যে দু'জন সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত হতে হবে।
- উক্ত আইন ভঙ্গ করে নির্বাহী প্রকৌশলী বগুড়া ও পাবনা কর্তৃক নিজ অফিসের মধ্যে টেন্ডার কমিটি গঠন করে টেন্ডার মূল্যায়ন করা হয়।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১১ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব সরদার আনিছুর রহমান এবং জনাব খন্দকার আলী নূর, যথাক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী বগুড়া এবং নির্বাহী প্রকৌশলী পাবনা পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি বগুড়া কর্তৃক জবাবে জানান যে উক্ত রেগুলেশন সঠিক সময় না পাওয়ার কারণে পালন করা হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি পাবনা কর্তৃক জানান হয় যে, পরবর্তীতে যাচাই করে জবাব দেয়া হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশনের নিয়ম ভঙ্গ করে গঠিত টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক টেন্ডার মূল্যায়িত করা হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-১ ঃ কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় করায় প্রকল্পের ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- এনজিও কর্তৃক কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় করায় প্রকল্পের উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা ক্ষতি হয় । (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১২ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে মিসেস রোকেয়া বেগম শেফালি, "AID Comilla"- এনজিও এর নির্বাহী পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অডিটের মন্তব্যঃ

- বিনা প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হয় ।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-২ ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এনজিও নির্বাচন/নিয়োগ এবং ১৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা প্রদান।

বিবরণঃ

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ১৩টি এনজিও নির্বাচন/নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং তাদের অনুকূলে উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- পিপি প্রভিশন মোতাবেক এনজিও নির্বাচনের পূর্বে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দাতা গোষ্ঠীর প্রতিনিধির অনুমোদন প্রয়োজন (পিপি পৃষ্ঠা -২৪)।
- কিন্তু এনজিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কোন প্রমানক নিরীক্ষাকালে পাওয়া যায়নি।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৩ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে মিসেস হোসনে আরা কাসেম, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অডিটের মন্তব্যঃ

- পিপি প্রভিশন মোতাবেক এনজিও নির্বাচনের পূর্বে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দাতা গোষ্ঠীর প্রতিনিধির অনুমোদন প্রয়োজন।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

স্বাক্ষরিত

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

তারিখঃ ০৯/০২/১৪১৪ বঃ।
২৩/০৫/০৭ খ্রিঃ।